চেঁচিয়ে পাড়া মাত করো

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ
জবালা অ্যাকশন রিসার্চ অর্গানাইজেশন্

কেন ?

ঘরে বাইরে স্কুলে প্রতিবেশ পরিজনদের কাছে শিশুদের প্রতিনিয়ত যৌন নিগ্রহের ঘটনায় আপনার মতোই আমরা ভীষণ চিন্তিত। কিন্তু পকসো আইন আসার অনেক আগেই ছড়ার মধ্যে নিয়ে শিশুদের যৌন হেনস্থা প্রতিরোধের কথা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল জবালা। সময়ের আগের ভাবনা সময়ের কাছে পাত্তা পায় খানিক পরে। যেমন এবার পেল। "চেঁচিয়ে পাড়া মাত করো"র ২য় সংস্করণ বেরোল প্রায় ১৫ বছর বাদে। পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তীর এই বইটি চোখে পড়ে যাওয়ায়। তাঁরই প্রচেষ্টায়।

পাতায় পাতায় ছড়ার ছলে যা যা লেখা আছে তার মোদ্দা কথা হল শিশুকে সচেতন করা দরকার যাতে সে নিজে থেকেই আঁচ করতে পারে চকলেট বা আদরের মোড়কে কেউ তার কোনও ক্ষতি চাইছে কিনা। শক্ত আইনের থেকেও যে কোনও অন্যায় প্রতিরোধে এই সচেতনতা বেশি কার্যকর।

আমরা সেটাই করছি।

কলকাতা
ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

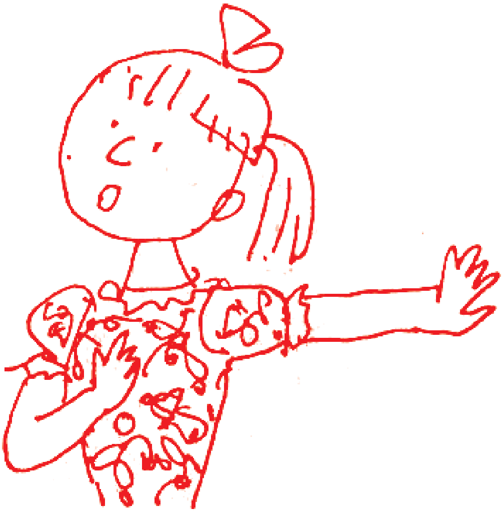

হয়তো তোমার আদর খেতে
ভীষণ ভালো লাগে
কিন্তু তাহা স্নেহের কি না
সেটাই দেখো আগে।

অচেনা ও লোকটা
যদি দেয় ‘কোক’টা
গায়ে পড়ে যদি চায়
ভাব কভু করতে, —
হয়ে যেও সাবধান,
নিও না গো সেই ‘দান’
নইলে, তুমিও পারো
বিপদেতে পড়তে।

তোমরা ছোটো, তোমরা অবোধ, তাই
সরল মনে অনেক কিছুই করো।
এবং এই অবোধ স্বভাব-গুণে
যখন তখন কী বিপদেই পড়ো!
ধরো তোমায় আদর ভরে কেউ
দিতে এলেন মিষ্টি বা ফুল-ফল,
কেউ বা আবার টাকা-পয়সা, কেউ
কালি-কলম-রবার, খাবার জল —
নিও না ভাই, নিও না তা
যদি না চেনো তাকে।
নইলে, তুমি নেবে কি না
জিগেস কেরো মাকে।

খেলার মাঠে যখন তখন
তোমায় যারা দেখায় ভয়,
কিংবা ধরো, মজায় মাতে
তোমায় নিয়ে বহু সময় —
তাদের জন্যে ভয় পেও না,
দাঁড়াও দেখি সাহস নিয়ে।
নয়তো তাদের বদমায়েশি
দাও বড়দের সব জানিয়ে।

হতে পারে, অচেনা বা চেনা,
হতে পারে, পাড়ারই কোনো লোক,
হতে পারে, বললো সে আত্মীয়,
হতে পারে, কম-চেনা — সে যাই হোক,
যদি তার ডাকে লাগে ভয়,
যদি তার নাগালেই থাকো,
তবে জোরসে লাগাও দৌড়
কিংবা খুব জোরে লোক ডাকো।
দেখবে তখনই সে নেই
পালিয়েছে সে জন্যেই।

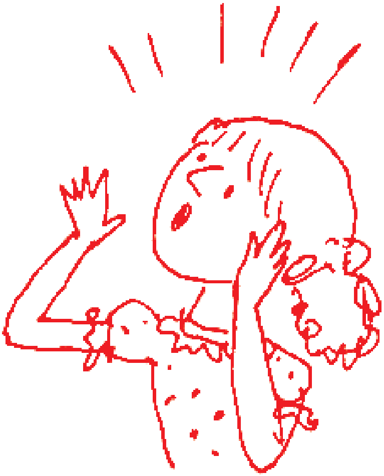

যখনই দেখবে কোনো লোকে
তোমাকে দেখাচ্ছে ভয়,
তখনই চেঁচাও জোরে তুমি
বেঁচে যাবে দেখো নিশ্চয়।

কেননা খারাপ লোকে জেনো
আসলে খুব ভীতু হয়, তাই
বিপদে পড়লে বাঁচার
উপায় যে চিৎকারটাই।

ঘুরছো, ফিরছো, খেলছো তোমার
খুশি মতন কিন্তু বোন
নিজের দিকে খেয়াল রাখতে
ভুল কোরো না একটুক্ষণ।
দুষ্টু লোকে ভুলিয়ে তোমায়
টানতে পারে সব সময়
কিংবা তোমায় ধম্‌কে বকে
পারেও কেউ দেখাতে ভয়।
তখন যেন ভয় পেও না,
চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ কোরো।
তেম্‌নি সাহস দেখলে পরে
পালিয়ে বাঁচে ডাকাত-চোরও।

কিছু সংকেত ঠিক ক'রে রেখো
গুরুজনদের কাছে।
তোমাকে ডাকতে কাউকে পাঠালে
বিপদে না পড়ো পাছে।

সেই সংকেত বলো না কাউকে
যেন তা গোপনে থাকে।
তা হলেই দেখো চিনতে সহজ,
বাবা-মা পাঠান যাকে।

গোপন কথা মজার হতে পারে,
অনেক কিছুই চুপিচুপিই হয়।
কিন্তু এবার বুঝতে শেখো তুমি
কী কী জিনিস গোপন রাখার নয়।

আর যদি কেউ শেখায় এর পরে
"এইটি তুমি গোপন রেখো", তবে
তক্ষুণি তা দৌড়ে বাড়ি গিয়ে
বাবা এবং মাকে বলতে হবে।

হয়তো তোমার আদর খেতে
ভীষণ ভালো লাগে
কিন্তু তাহা স্নেহের কি না
সেটাই দেখো আগে।
একটু যদি বোঝো, তাতে
অসভ্য কাজ আছে,
অমনি সেটা জানিয়ে দাও
দিদি বা মা-র কাছে।

পাশের বাড়ির কাকু যদি
বড্ড বেশি আদর করেন,
ভাল্লাগে না তোমার, তবু
যখন তখন জড়িয়ে ধরেন,
কিংবা এমন বলেন কথা
শুনলে তুমি লজ্জা পাও —
চুপটি করে আর থেকো না,
মা-দিদিদের জানিয়ে দাও।

খারাপ ভাবে তোমায় যদি কেউ
স্পর্শ করে, ঠেকায় মুখে মুখ,
কিংবা যদি জাপটে ধরে কেউ
বিশ্রীরকম আদর করে খুব —
জানবে, সেটা গোপন রাখতে নেই,
এসব কাজ অন্যায় যে, তাই
তোমার মা, তোমার বাবা তোমার দিদিকে
এসব কথা বলে দেওয়াই চাই।
তবেই তো ওই দুষ্টু লোকগুলোর
শাস্তি হবে সবার সামনেই,
এইভাবেই তো কমবে বদ কাজের
সংখ্যা এবং দেখবে তারা নেই।

তোমার চেয়ে হয়তো অনেক বড়ো,
হয়তো তুমি নিজেও চেনো তাকে।
কিন্তু সে-লোক সেই সুযোগেই ধরো,
আদর করে জাপটালো তোমাকে।
তার আগেতেই সাহস ভরে বলতে হবে, ‘না,
এমন যদি করেন তবে আমিও ছাড়বো না।’
বরং ভালো, সর্বদাই সঙ্গী কোরো তাদের,
যারা তোমার বয়সী এবং ভীষণ চেনো যাদের।

এমনি এমনি চেঁচামেচি করে
কানের মাথাটা খেলে —
ভালো মেয়ে তুমি নও মোটে তবে,
বাজে-র দলেই গেলে।
কিন্তু যখন জোর করে কেউ
গায়েতে দিচ্ছে হাত,
আদর করছে, জড়িয়ে ধরছে —
চেঁচিয়ে পাড়াটি মাত
করো যদি তুমি, তবে তুমি ভালো,
বোকা মেয়ে তা না হলে;
এমন ঘটলে চিৎকার করে
সবাইকে দাও বলে।

নিজেদের রক্ষা করতে শেখো

খেলার মাঠে যে দাদাটা সমানে তোমাকে খেপায়, তোমার পেছনে লাগে, কিংবা যে অচেনা লোকটা তোমাকে লজেন্স দিতে চাইছিল, বা দামী লিপস্টিক কিনে দেবে বলছিল, বা তোমার পাশের বাড়ির কাকু যিনি তোমাকে খুব আদর করেন - এরা সকলেই কিন্তু তোমাকে কষ্ট দিতে পারেন, তোমার ক্ষতি করতে পারেন। তা যেন কেউ না করতে পারে, সেদিকে তোমরা নিজেরাই নজর রাখতে শেখো। আর সে জন্যে দরকার, কতগুলো কথা সবসময় মনে রাখারঃ

- তোমাদের শরীর একেবারে তোমাদের নিজেদের। কেউ যদি জোর করে তোমার গায়ে বা শরীরের কোনও জায়গায় হাত দিতে চায় - দিতে দিও না; চিৎকার করে লোক জড়ো করো, সব্বাইকে জানিয়ে দাও লোকটা তোমার গায়ে জোর করে হাত দিচ্ছিল।
- যা তোমার ভালো লাগছে না, তা কাউকে করতে দিও না। বড়ো বলে কারও কথা শোনার দরকার নেই। বড় কেউ যদি এমন কিছু করতে চায়, যাতে তোমার ভয় করে - সোজা মুখের ওপর না বলে দাও। সে জন্যে কেউ খারাপ বলবে না।
- যে বড় দাদারা খেলার সময় তোমাকে জ্বালাতন করে, ক্ষেপায়, তার কথা না শুনলে ভয় দেখায় - তার কথা সব বন্ধুদের বলে দাও, বড়দেরও বলে দাও। ওই দাদারা জোর করে কিছু করতে গেলে বা ভয় দেখালে সবাই মিলে একসঙ্গে তাদের বাধা দাও। যারা এরকম ভাবে ছোটোদের ভয় দেখায়, তারা কিন্তু আসলে বেজায় ভীতু - সবাই মিলে রুখে দাড়ালেই দেখবে ওরা ভয় পেয়ে যায়।
- মার কাছ থেকে বা দিদিদের কাছ থেকে কোনও কথাই লুকিয়ে রাখতে নেই। কেউ যদি তোমাদের গায়ে হাত দিয়ে, কিংবা তোমাকে চুমু খেয়ে বা আদর করে বলেন সে কথা কাউকে না বলতে - একদম তা শুনো না কিন্তু। বরং বেশি করে মাকে, দিদিদের জানিয়ে দাও।
- যার আদর খেতে তোমার ভালো লাগে না, যে গায়ে হাত দিলে রাগ হয় কিংবা ভয় করে - তাকে কখনই আদর করতে বা গায়ে হাত দিতে দিও না। জোর করে করলে বাধা দাও, সবাইকে বলে দাও।
- যাকে একেবারেই চেনো না, সেরকম কোনও লোক যদি গায়ে পড়ে তোমার সঙ্গে ভাব জমাতে আসে - তাকে একেবারে পাত্তা দিও না। তার কাছ থেকে দূরে চলে যাও। তবুও যদি কেউ জোর করে কথা বলে, মাকে বলে দাও, দিদিদের জানিয়ে দাও। লোকটাকে চিনিয়ে দাও। তাতে কেউ তোমাকে বকবে না।

জবালা

WBCPCR

জবালা ছোটদের বন্ধু। আমরা চাই সব শিশুর মাথার নিশ্চিত আশ্রয়। ওরা পাক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন এবং সৃষ্টিশীলতার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ। শিশুর অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে জবালার হাত বাড়ানো। জবালার লড়াই শিশু যৌন নির্যাতন, শিশু পাচারের বিরুদ্ধে। আসুন আমরা ছোট বড় সবাই মিলে ছোটদের জন্য তৈরি করি এক স্বচ্ছন্দ পৃথিবী।

HELP LINE 9836 300 300
(Message Only)

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ
কবিতাঃ প্রমোদ বসু, পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সস্মিতা ভট্টাচার্য।
অলঙ্করণঃ কৃষ্ণেন্দু চাকী

স্বত্ব সংরক্ষিত নয়। যে কোনও সহমর্মী ব্যাক্তি বা সংস্থা এই সংকলনকে ব্যবহার করতে পারেন - শুধু জবালার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার বাঞ্ছনীয়।

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ, ইকমার্ড বিল্ডিং, দশম তল, উল্টোডাঙ্গা কর্তৃক প্রকাশিত।